বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- ১৪.৩২.০০০০.৫০১.৩১.০০২.২১.১১ তারিখ: ১৬-০১-২০২৫

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৫

২৬/০১/২০২৫

সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১.	ভূমিকা	৩
০২.	শিরোনাম	৩
০৩.	উদ্দেশ্য	৪
০৪.	প্রয়োগ	৪
০৫.	সংজ্ঞা	৪
০৬.	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন	৫
০৭.	বিটিএস স্থাপন এবং পরিচালনার শর্তাবলী	৬
০৮.	বিবিধ	৭
০৯.	রহিত ও হেফাজত	৮
১০.	পরিশিষ্ট-ক	৯

২৪/০৭/২০২৫
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১. ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩১(২)(ণ) এবং ৩১(২)(ত) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকা প্রণীত হলো।

১.২ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি প্রতিটি জনগণের নাগরিক অধিকার। কাজেই দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের বিস্তার শক্তিশালী করা এবং সীমান্তবর্তী নাগরিকসহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে গুণগত মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বদ্ধপরিকর। ২০০৮ সাল থেকে পার্বত্য রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পৌর এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করতে শুরু করে এবং তখন থেকেই বিটিআরসিও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহকে প্রযুক্তি নির্ভর সেবার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজন শক্তিশালী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক। একবিংশ শতাব্দির এই সময়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বিনোদন, ব্যাংকিং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণনের টেলিযোগাযোগ সেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি (স্থানীয় প্রশাসন, নিরাপত্তা সংস্থা, হাসপাতাল, বন্দর কার্যালয়, ইমিগ্রেশন সেন্টার, স্কুল-কলেজ, অন্যান্য ব্যবসা ইত্যাদি) স্থাপনার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক স্থাপনের বিষয়ে বিটিআরসি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী প্রবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অর্থাৎ 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন করে 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৫' প্রণীত হলো। নির্দেশিকায় প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য মানের টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি আন্তঃদেশীয় প্রতিবন্ধকতা ও সীমান্ত অঞ্চলে এই টেলিযোগাযোগ সিস্টেম ব্যবহার করে চোরাচালনসহ অন্যান্য রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ও কারিগরি এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারীকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

২. শিরোনাম

২.১ এই নির্দেশিকা 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

২৪/০২/২৫
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

২.২ এই নির্দেশিকাটি জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৩. উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তার করতঃ মোবাইল সেবা প্রদান করা।

৪. প্রয়োগ

৪.১ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্কের বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৪.২ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্কের বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, The Telegraph Act, 1885, The Wireless Telegraphy Act, 1933 ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

৫. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজন ভিন্নরূপ না হলে এই নির্দেশিকায়,

- বিটিএস অর্থ মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক ব্যবহৃত Base Transceiver Station.
- এন্টেনার উচ্চতা অর্থ ভূমি হতে এন্টেনার এর উচ্চতা।
- এন্টেনা টিল্ট অর্থ এন্টেনার ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল টিল্ট ইত্যাদি।
- এন্টেনার প্রকার অর্থ গঠন, তরঙ্গ ব্যান্ড, রেডিয়েশন প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এন্টেনার প্রকারভেদ।
- Timing Advance (TA) প্রযুক্তি অর্থ বিটিএস ও মোবাইল ফোনের মধ্যে সিগনাল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যকার দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে সময়কে ব্যবহার করা। TA'র মান ০(শূন্য) থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ৬৩ (তেষট্টি) পর্যন্ত হতে পারে। TA = 0 দ্বারা বিটিএস হতে ৫৫০ মিটার পর্যন্ত বুঝায় (TA = ১, ৫৫১ হতে ১১০০ মিটার, ইত্যাদি)। সীমান্তবর্তী বিটিএস-এ TA প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে প্রযোজ্যক্ষেত্রে অবৈধ যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- সীমান্ত হতে বিটিএসের দূরত্ব অর্থ নিকটবর্তী সীমান্তরেখা/রেখা সমূহ হতে বিটিএস পর্যন্ত লাইন-অব-সাইট দূরত্ব।

২২/১০/২০২০

সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

- বিটিএস কাভারেজ অর্থ বিটিএস এর আশেপাশে যে ভৌগলিক এলাকা থেকে উহার সাথে বেতারে যোগাযোগ করা যায়।
- নিকটবর্তী বিটিএস তথ্য অর্থ স্থাপিতব্য বিটিএস হতে ৫ (পাঁচ) কিঃমিঃ ব্যাসার্ধে স্থাপিত সকল বিটিএস এর ভৌগলিক অবস্থানগত তথ্য।

৬. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন

৬.১ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে অপারেটরগণ সরাসরি বিটিআরসি বরাবর আবেদন করবে। আবেদন পত্রের সাথে বিটিএস এর বিস্তারিত ভৌগলিক তথ্য, এন্টেনার উচ্চতা, এন্টেনা টিল্ট, এন্টেনার প্রকার, TA মান, সীমান্ত হতে বিটিএসের দূরত্ব, বিটিএস কাভারেজ, নিকটবর্তী বিটিএস তথ্য, কি উপায়ে বিটিএস কাভারেজ নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত থাকবে। বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট অপারেটর হতে কারিগরি উপস্থাপনা গ্রহণ করবে।

৬.২ <u>আন্তর্জাতিক সীমারেখা হতে দেশের অভ্যন্তরে ০-৩ (শূন্য-তিন) কিঃমিঃ এবং ৩-৮ (তিন-আট) কিঃমিঃ এর মধ্যে বিটিএস স্থাপন প্রক্রিয়া:</u>

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে ০-৩ (শূন্য-তিন) কিঃমিঃ এর মধ্যে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাইপূর্বক কমিশন হতে অনাপত্তি প্রদান করতঃ নিরাপত্তা সংস্থা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই) অবহিত করা হবে। তবে, ৩-৮ (তিন-আট) কিঃমিঃ এর মধ্যে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-কে অবহিত করা হবে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে নিরাপত্তা সংস্থা হতে কোন দিক নির্দেশনা আসলে সেক্ষেত্রে সেলুলার মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৩ <u>রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার আন্তর্জাতিক সীমারেখা হতে দেশের অভ্যন্তরে ০-৩ (শূন্য-তিন) কিঃমিঃ এর মধ্যে বিটিএস স্থাপন প্রক্রিয়া:</u>

বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের বিষয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি প্রদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

২২/০৭/২০২০
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(এএফডি)-কে অনুরোধ জানানো হবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এএফডি হতে মতামত পাওয়া না গেলে আপত্তি নাই হিসেবে গণ্য হবে এবং তদানুযায়ী সেলুলার মোবাইল অপারেট এর অনুকূলে বিটিএস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে নিরাপত্তা সংস্থা হতে কোন দিক নির্দেশনা আসলে সেক্ষেত্রে সেলুলার মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৪ স্পেকট্রাম বিভাগ হতে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স (ইএন্ডও) বিভাগের অনুকূলে অনুমোদন পত্রের একটি অনুলিপি প্রেরণ করা হবে বিধায় টাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক ইএন্ডও বিভাগ হতে পুনরায় অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে, বিটিএস স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ বিভাগসমূহ বরাবর লিখিতভাবে অবগতি পত্র প্রদান করতে হবে।

৬.৫ পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী কমিশন একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। উক্ত কমিটি তাঁর কার্যপরিধি অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭. বিটিএস স্থাপন এবং পরিচালনার শর্তাবলী

বিটিআরসি থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির পর সেলুলার মোবাইল সার্ভিসেস অপারেটরগণ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন সাপেক্ষে বিটিএস পরিচালনা করবে:

ক) যথাযথ হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল বিটিএসের কাভারেজ এরিয়া শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং নির্ধারিত কাভারেজ এরিয়া পর্যন্ত গুণগত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করবে।

খ) এন্টেনার যথাযথ উচ্চতা এবং এন্টেনা অ্যাঙ্গেল, টিল্ট ও পাওয়ার আউটপুট নিশ্চিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

গ) প্রতিটি বিটিএস এ Timing Advance (TA) এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে যাতে দেশের সীমান্তবর্তী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে বিটিএস কাভারেজ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপারেটরের পক্ষ হতে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিটিআরসি কর্তৃক মনিটরিং করা হলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরের পক্ষ হতে বিটিআরসি'র চাহিদা মাফিক সর্বাত্মক সহযোগিতা (স্থাপনায় প্রবেশ সংক্রান্ত, কনফিগারেশন্স প্রদর্শন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও কারিগরি সহযোগিতা, ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে।

২২/০২/২০২৫
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

ঘ) নেটওয়ার্ক প্ল্যান বাস্তবায়নে অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত সার্বিক সিস্টেমটি উপযুক্তভাবে Lawful Interception (LI) উপযোগী হতে হবে।

ঙ) বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত Guidelines for Infrastructure Sharing এবং Regulatory and Licensing Guidelines for Issuing License For Tower Sharing In Bangladesh এবং সেলুলার মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইন এর প্রযোজ্য ক্লজসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

চ) বিটিএস চালু হওয়ার (ট্রাফিক আগমন/নির্গমন শুরু) পরের মাস হতে বিষয়টি কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স (ইএন্ডও) বিভাগের মাসিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করতে হবে।

ছ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যে কোন তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তের প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিটিআরসি বরাবর কারিগরি সহযোগিতা, বিটিএস স্থাপনা পরিদর্শনসহ অপারেশনাল ও প্রশাসনিক তথ্যাদি প্রদানের অনুরোধ প্রেরণ করবে। বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর অনুরোধ প্রেরণকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা, বিটিএস স্থাপনা পরিদর্শনসহ অপারেশনাল ও প্রশাসনিক তথ্যাদি প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

জ) মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অনুমোদিত বর্ডার বিটিএস স্থানান্তরের জন্য আবেদন করা হলে স্পেকট্রাম বিভাগ হতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, বিটিএস স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাসমূহকে অবহিত করা হবে। পরবর্তীতে নিরাপত্তা সংস্থা হতে কোন দিক নির্দেশনা আসলে সেক্ষেত্রে সেলুলার মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. বিবিধ

৮.১ Infrastructure Sharing এর ভিত্তিতে বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রেও অপারেটরগণ বিটিআরসি'র অনুমোদন গ্রহণ করবে। কোন সেলুলার মোবাইল সার্ভিসেস অপারেটর প্রথম বিটিএস স্থাপনের অনুমতি পেলে, পরবর্তিতে অন্য অপারেটর কর্তৃক বিটিএস Share করা হলে নিরাপত্তা সংস্থাসমূহকে অবগত করা প্রয়োজন হবে না।

৮.২ জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা হচ্ছে এমন ইস্যুতে, চোরাচালান প্রতিরোধে অথবা রাষ্ট্রের গোয়েন্দা/নিরাপত্তা/আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা পরামর্শক্রমে বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৫/০২/২০২৫
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

৮.৩ কমিশন কর্তৃক বিটিএস স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করা হলে, সংশ্লিষ্ট অপারেটরসমূহ (মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর/টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সি/ইত্যাদি) নির্ধারিতব্য সময়সীমার মধ্যে নিজ দায়িত্বে স্থানান্তর কার্যক্রম সমাপ্ত করবে এবং উক্ত কার্যক্রমের কোন প্রকার ব্যয়ভার সরকার/কমিশনের ওপর বর্তাবে না।

৮.৪ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত বিটিএসের সংখ্যা (পূর্বের ও পরের তুলনাসহ) সে সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র/হালনাগাদ মনিটরিং তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশন বরাবর দাখিল করবে। প্রথম ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদনটি এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে।

৮.৫ যদি নিরাপত্তা সংস্থা হতে ভবিষ্যতে এই নির্দেশিকার বিষয়ে কোন প্রকার মতামত/পরামর্শ/পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় হয় তাহলে এই নির্দেশিকা পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনের এখতিয়ার কমিশন সংরক্ষণ করে।

৮.৬ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জাতীয় নিরাপত্তা, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ইত্যাদির প্রয়োজনে এই নির্দেশিকা সময়ে সময়ে প্রত্যাহার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন, হালনাগাদকরণ এবং পুননিরীক্ষা করার এখতিয়ার কমিশন সংরক্ষণ করে।

৯. রহিত ও হেফাজত

৯.১ 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৫' জারির তারিখ হতে 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১' রহিত হবে।

৯.২ উক্ত রহিতকরণ সত্বেও এ সংক্রান্তে পূর্বের নির্দেশিকা অধীনে কৃত/গৃহীত কার্যক্রম এই নির্দেশিকার অধীনে কৃত/গৃহীত মর্মে গণ্য হবে।

৯.৩ রহিত নির্দেশিকার অধীনে কোন কার্যক্রম সূচীত হয়ে থাকলে তা এমনভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে যেন তা এই নির্দেশিকার পরিপন্থী না হয়।

২৪/০২/২০২৫

সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

পরিশিষ্ট-ক

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক কমিশনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে কমিটি থাকবেঃ

ক্রমিক নং	পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে অবস্থান
১	মহাপরিচালক, স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি।	আহ্বায়ক
২	পরিচালক, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট, স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি।	সদস্য
৩	উপ-পরিচালক, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট, স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি।	সদস্য
৪	উপ-পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ, বিটিআরসি।	সদস্য
৫	সিঃ সহঃ পরিচালক/সহঃ পরিচালক, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট, স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি।	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) বর্ণিত কমিটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপনের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর হতে প্রাপ্ত আবেদনের সকল প্রকার টেকনিক্যাল প্যারামিটার (যেমনঃ TA value, geo-location, antenna tilting, antenna azimuth ও antenna height প্রভৃতি) যাচাই-বাছাইসহ বিটিএস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ কমিটির মতামত/সুপারিশ লিখিত আকারে কমিশনার, স্পেকট্রাম বিভাগ এর নিকট দাখিল করবে।

(খ) বর্ণিত এলাকাটিতে যে মোবাইল নেটওয়ার্ক ও বিটিএস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করবে। এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটর হতে প্রাপ্ত কভারেজ ম্যাপ ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া, অপারেটরগণ কমিটির নিকট প্রয়োজনবোধে প্রেজেন্টেশন প্রদান করবে।

(গ) স্থাপিতব্য বিটিএস দ্বারা বাংলদেশের কত জন নাগরিক টেলিযোগাযোগ সেবার আওতাধীন হবে তা পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) বর্ণিত কমিটি আবেদন প্রাপ্তী সাপেক্ষে প্রতি মাসে নূন্যতম ০২ (দুই) টি সভা আহবানের মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করবে। উল্লেখ্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর হতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

(ঙ) বর্ণিত কমিটির কার্যপরিধি কমিশনের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে।

২২/০২/২০২০
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন